# বেদ আমাদের মূল ধর্মগ্রন্থ

নমস্কার সকলকে,
আসুন নিজে জানি অন্যকে জানাই। সঠিক ধর্মজ্ঞানে দীক্ষিত হয়ে পৃথিবীর সকল মানুষকে আর্য (শ্রেষ্ঠ) করি। সকলের মঙ্গল করি।
মনে রাখবেন, বেদ হল আমাদের প্রামাণ্য গ্রন্থ। যেকোন গ্রন্থেরই কোনো বাণী/কথা যদি বেদবিরোধী হয় তাহলে তা বর্জনীয়। সমগ্র বেদ/শ্রুতি সংহিতা ৪ ভাগে সংকলিত - (১) ঋগ্বেদ, (২) য়জুর্বেদ, (৩) সামবেদ ও (৪) অথর্ববেদ।

আসুন পর্যায়ক্রমিকভাবে এসব গ্রন্থে আলোচিত বিষয়বস্তু নিয়ে সংক্ষেপে কিছু কথা বলি -
১. **ঋগ্বেদ :** প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে - পরমাত্মা, আত্মা ও প্রকৃতি। এখানে বর্ণিত হয়েছে ঈশ্বরের সহস্র গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য। ইহলৌকিক ও পরলৌকিক বিষয়ের মৌলিক জ্ঞান। তাছাড়া আছে পদার্থ বিদ্যা,

রসায়ন বিদ্যা, গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, গ্রহবিজ্ঞান, মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি। আবার বস্তুর (ক্ষেত্রবিশেষে) ফিজিক্যাল, মেটাফিজিক্যাল এবং স্পিরিচ্যুয়াল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়েও আলোচনা আছে।
ঋগ্বেদের মন্ত্র সংখ্যা - ১০,৫৮৯ - জ্ঞানকান্ড (১০ মণ্ডল, ৮৫ অনুবাক ও ১০১৮ সূক্তে বিভক্ত)

**২. যজুর্বেদ :** মানুষের মনোজাগতিক বিভিন্ন দিক এবং আচার-আচরণ নিয়ে আলোচনা করে যজুর্বেদ। মানুষের আত্মিক উন্নয়ন সাধন করে তাকে জীবনের পরম উদ্দেশ্য মোক্ষ লাভের জন্য করণীয় কার্যবিধি আলোচিত হয়েছে।
যজুর্বেদের মন্ত্র সংখ্যা - ১,৯৭৫ - কর্ম্মকান্ড (৪০ অধ্যায়, ৩০৩ অনুবাকে বিভক্ত)

৩. **সামবেদ :** প্রধানত জীবন-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি এবং মোক্ষ লাভের জন্য আনুষাঙ্গিক ক্রিয়াকর্মের কথা বলা আছে। এতে সৃষ্টির বর্ণনা, ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণের বর্ণনা এবং আধ্যাত্মিক গুণাবলী অর্জনের কথা বলা হয়েছে। সামবেদের ২টি ভাগ - পূর্বাচিক এবং উত্তরাচিক।
সামবেদের মন্ত্র সংখ্যা - ১,৮৭৫ - উপাসনাকান্ড।

৪. **অথর্ববেদ** : বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সামাজিক বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, গণিত, জ্যোতিষবিদ্যা, মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব, চিকিৎসাবিদ্যা (বিশেষ করে শল্য এবং ভেষজ চিকিৎসা ), কৃষি, কারিগরী, যুদ্ধবিদ্যা, বায়ুযানবিদ্যা, রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রধান আলোচ্য বিষয়সমূহ।
অথর্ববেদের মন্ত্র সংখ্যা - ৫,৯৭৭ -বিজ্ঞান (২০ কান্ড,৩৪ প্রপাঠকে বিভক্ত,১১১অনুবাক,৭৭ বর্গ ও ৭৩১ সূক্ত)

**"বেদ অখিলধর্মমূলমঃ"** (মনুস্মৃতি ২/১৩) বেদ সনাতন ধর্মের প্রধাণ ধর্মগ্রন্থ এবং পরমেশ্বর হতে প্রকাশিত শাশ্বত জ্ঞান। ধর্মের বিষয়ে বেদই সদা মুখ্য প্রমাণ।

## পবিত্র বেদের কিছু চমৎকার অমৃত বাণী

নিজে জানুন ও অন্যকে জানান,

১. যে ব্যক্তি বসে থাকে, তার ভাগ্যও বসে থাকে। যে দাঁড়ায়, তার ভাগ্যও উঠে দাঁড়ায়। যে শুয়ে থাকে, তার ভাগ্যও শুয়ে থাকে। আর যে এগিয়ে যায়, তার ভাগ্যও এগিয়ে যায়। তাই এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। (ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ: ৩৩/৩)
২. কর্কশ স্বরে কথা বলো না, তিক্ত কথা যেন মুখ ফসকে বেরিয়ে না যায়। (যজুর্বেদঃ ৫/৮)
৩. হে প্রভূ! সামর্থ্য দাও উদ্দীপনাময় সুন্দর ও সাবলীল কথা বলার। (ঋগ্বেদঃ ১০/৯৮/৩)

৪. সত্যিকারের ধার্মিক সব সময় মিষ্টভাষী ও অন্যের প্রতি সহমর্মী। (সামবেদঃ ২/৫১)
৫. সমাজকে ভালোবাসো, ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও, দুর্গতকে সাহায্য করো, সত্য ন্যায়ের সংগ্রামে সাহসী ভূমিকা রাখার শক্তি অর্জন করো। (ঋগ্বেদঃ ৬/৭৫/৯)
৬. নিঃশর্ত দানের জন্য রয়েছে চমৎকার পুরস্কার। তারা লাভ করে আর্শীবাদ, ধন, দীর্ঘ জীবন ও অমরত্ব। (ঋগ্বেদঃ ১/১২৫/৬)
৭. এসো প্রভূর সেবক হই। গরীব ও অভাবীদের দান করি। (ঋগ্বেদঃ ১/১৫/৮)
৮. নিজের শত্রুকে বিনাশে সক্ষম এমন উপদেশাবলির প্রতি মনযোগী হও। (যজুর্বেদঃ ৬/১৯)
৯. ধনুকের তীর নিক্ষেপের নেয় হৃদয় থেকে ক্রোধকে দূরে নিক্ষেপ করো। তাহলেই তোমরা পরষ্পর বন্ধু হবে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। (অথর্ববেদঃ ৬/৪২/১)
১০. জীবনের প্রতিটি স্তরে অনিয়ন্ত্রিত রাগ - ক্রোধ থেকে দূরে থাকো। (সামবেদঃ)
১১. একজন নিরীহ মানুষের ক্ষতি যে করে সে মানুষ নয়, সে হায়েনা। তার কাছ থেকে দূরে থাকো। (ঋগ্বেদঃ ২/২৩/৭)
১২. বিদ্বান ও সৎচরিত্র লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো, দুশ্চরিত্রদের বর্জন করো। (ঋগ্বেদঃ ১/৮৯/২)
১৩. কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যকে গড়ে তোলো। (ঋগ্বেদঃ ১০/৬০/১২)
১৪. সর্বভূতের কল্যানের জন্য নিজের মনস্থির করো। (য়জুর্বেদঃ ৩৪/১)
১৫. সদা সত্যশ্রয়ী ও সত্যবাদী হবে। (অথর্ববেদঃ ৩/৩০/৫)

পবিত্র বেদ সভ্যতার প্রারম্ভে আপ্তকাম মহর্ষিগণ কর্তৃক ঈশ্বর হতে ধ্যানে প্রাপ্ত মহাবিশ্বের সংবিধান, একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের আচরণ ও কার্যবিধি কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে সকল মানবজাতির সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করছি বৈদিক জীবনাচরণ পদ্ধতির সারমর্ম পবিত্র বেদের বিখ্যাত কিছু মন্ত্র ও মন্ত্রাংশের ভাবানুবাদ দিয়ে -

১. একজন বৈদিক ধর্মালম্বীর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য থাকা উচিত তার চারিত্রিক উন্নয়ন -

**ওম্ বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরা সুব।**

**য়দ্ভদ্রন্তন্নSআ সুব ॥**

(য়জুর্বেদঃ ৩০/৩)

অর্থাৎ - হে সকল জগতের সৃষ্টিকর্তা! সমগ্র ঐশ্বর্যযুক্ত শুদ্ধস্বরূপ সর্বসুখদাতা পরমেশ্বর ! আপনি কৃপা করে আমাদের সম্পূর্ণ দুর্গুণ ও দুঃখ দূর করে দিন। যা কল্যাণকর গুণ, কর্ম, স্বভাব ও পদার্থ সেই সব আমাদেরকে প্রদান করুন।

২. **মাহির্ভূর্মা পৃদাকুর্নমস্তSআতানানর্বা প্রেহি...** (য়জুর্বেদঃ ৬/১২)
অর্থাৎ - হে মনুষ্য ! হিংস্র ও উগ্র হও না। নমনীয় ও সত্যনিষ্ঠ জ্ঞানী হও।

৩. **মা ভ্রাতা ভ্রাতরম্ দ্বিক্ষন্মা স্বসারমুত স্বসা...** (অথর্ববেদঃ ৩/৩০/৩)
অর্থাৎ - ভাইভাই-, বোনবোন আর সব কুটুম্বি- দ্বেষ না করে নিয়মপূর্বক মিলেমিশে বৈদিক রীতিতে জীবনযাপন করে সুখ ভোগ করো।

৪. **মিত্রস্যাহম্ চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে...** (য়জুর্বেদঃ ৩৬/১৮)
অর্থাৎ - সকল জীবকে মিত্রের দৃষ্টিতে দেখবে।

৫. গরীব-দুঃখী ও বিপদগ্রস্তদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করা বৈদিক ধর্মালম্বীদের কর্তব্য।
**শতহস্ত সমাহর সহস্রহস্ত সম্ কির...**(অথর্ববেদঃ ৩/২৪/৫)
অর্থাৎ - আয় করতে হাতকে শতটিতে বৃদ্ধি করো আর দান করতে তাকে সহস্রে রূপান্তরিত করো।

সামর্থ্যবানদের উচিত গরীবদের দান করা। তাদের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া উচিত, মনে রাখা উচিত অর্থসম্পত্তি চিরস্থায়ী নয়। রথের চক্র যেমন উর্দ্ধাধোভাবে ঘূর্ণিত হয়, তদ্রূপ ধন কখনও এক ব্যক্তির নিকট, আবার কখনও অপর ব্যক্তির নিকট গমণ করে, অর্থাৎ এক স্থানে চিরকাল থাকে না।

**কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী...**(ঋগ্বেদঃ ১০/১১৭/৬)
অর্থাৎ - যে দরিদ্রকে অভুক্ত রেখে নিজে ভোজন করে সে প্রকারান্তরে পাপই ভোজন করে।

৬. জলদূষণ, বায়ুদূষণ, মাটি দূষণ করবেন না -
**মাপোমৌস্রাদ্ধিহিন্সী...** (য়জুর্বেদঃ ৬/২২)
অর্থাৎ - পুকুর, নদী, খাল, বনাঞ্চল এসব দূষিত ও ধ্বংস করো না।
"বায়ুতে আমরা স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকি, একে দূষিত করো না" (য়জুর্বেদঃ ৬/২৩)
**পৃথিবীম্ মা হিম্সীঃ...** (য়জুর্বেদঃ ১৩/১৮) অর্থাৎ - মাটির দূষণ করো না।

৭. **ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্...** (য়জুর্বেদঃ ৪০/১)
অর্থাৎ - পরের ধনে কখনও লোভ করো না, ত্যাগের আদর্শ বজায় রেখে ভোগ করো।

৮. যেকোনো ধরনের অশ্লীলতা বৈদিক ধর্মালম্বীদের জন্য বর্জনীয় -

**অধঃ পশ্যস্ব মোপরি সন্তরাম্ পাদকৌ হর।**
**মা তে কশপ্লকৌ দৃশন্ত্স্ত্রী হি ব্রহ্মা বভূবিথ ॥**

(ঋগ্বেদঃ ৮/৩৩/১৯)

অর্থাৎ - হে পুরুষ ও নারী, তোমরা ভদ্র ও সংযত হও, দৃষ্টি অবনত রাখো, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচরণে অশ্লীলতা ও অসভ্যতা বর্জন করো।

৯. অশ্লীল কথা না বলা, শোনা ও দেখা নিয়ে পবিত্র বেদ এর উপদেশ -

**ভদ্রম্ কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রম্ পশ্যেমাক্ষভির্য়জত্রাঃ।**
**স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাম্সস্তনূভির্ব্যশেমহি দেবহিতম্ য়দায়ুঃ॥**

(য়জুর্বেদঃ ২৫/২১)

অর্থাৎ - হে ঈশ্বর ! আমরা যেন মুখ দিয়ে তোমার ভজন করি, কান দিয়ে শ্লীল ও মঙ্গলময় কথাবার্তা শুনি, চোখ দিয়ে শ্লীল ও মঙ্গলময় দৃশ্য দেখি। তোমার আরাধনাতে যে আয়ুষ্কাল ও সুদৃঢ় দেহ প্রয়োজন তা যেন আমরা প্রাপ্ত হই।

১০. **দেবানাম্ ভদ্রা সুমতির্ঋজূয়তাম্ দেবানাম্ রাতিরভি নো নি বর্ততাম্...** (ঋগ্বেদঃ ১/৮৯/২)
অর্থাৎ - বিদ্বান ও সচ্চরিত্র লোকেদের সাথে বন্ধুত্ব করো, দুশ্চরিত্র ও অসৎদের বর্জন করো।

১১. কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের ভাগ্যকে গড়ে তোলো -

**অয়ম্ মে হস্তো ভগবানয়ম্ মে ভগবত্তরঃ...** (ঋগ্বেদঃ ১০/৬০/১২)

অর্থাৎ - আমার এক হাতে কর্ম, অপর হাতে বিজয় যেন থাকে।

১২. **তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু...** (য়জুর্বেদঃ ৩৪/১)
অর্থাৎ - সর্বভূতের কল্যাণের মহৎ চিন্তায় নিজের মনস্থির করো।

১৩. **সত্যবাদ্যতি তম্ সৃজন্তু...** (অথর্ববেদঃ ৪/১৬/৬)
অর্থাৎ - নিজেকে সত্যবাদী হিসেবে সৃজন করো।

১৪. একজন বৈদিক ধর্মালম্বী সর্বভূতে সমদর্শী হবে, তার জন্যে কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়। সকলেই এক অমৃতের সন্তান, সকলেই ভাই ভাই।

**অজ্যেষ্ঠাসো অকনিষ্ঠাস এতে সম্ ভ্রাতরো বাবৃধুঃ সৌভগায় ।**
**যুবা পিতা স্বপা রুদ্র এষাম্ সুদুঘা পৃশ্নিঃ সুদিনা মরুদ্ভ্যঃ ॥**
(ঋগ্বেদঃ ৫/৬০/৫)
অর্থাৎ - মানুষের মধ্যে কেহ বড় নয়, কেহ ছোট নয় । ইহারা ভাই ভাই । সৌভাগ্য লাভের জন্য ইহারা প্রযত্ন করে । ইহাদের পিতা তরুণ শুভকর্ম ঈশ্বর এবং মাতা জননীরূপ প্রকৃতি । পুরুষার্থী সন্তানমাত্রই সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন ।

১৫. একজন বৈদিকের সপ্ত মর্যাদা -

**সপ্ত মর্য়াদাঃ কবয়স্ততক্ষুস্তাসামেকামিদভ্যংহুরো গাত্ ।**
**আয়োর্হ স্কম্ভ উপমস্য নীলে পথাম্ বিসর্গে ধরুণেষু তস্থৌ ।।**
(ঋগ্বেদঃ ১০/৫/৬)
অর্থাৎ - সপ্ত মর্যাদা হল নিষেধসমূহ যা নির্দেশিত হয়েছে, জ্ঞানীগণ যাকে সবসময় এড়িয়ে চলেন, যেগুলো মানুষকে সর্বদাই বিপথগামী করে ।
কী সেই সপ্ত মহাপরাধসমূহ ? মহর্ষি য়াস্ক তাঁর নিরুক্ত সংহিতায় বর্ণনা করেছেন - চুরি, অশ্লীলতা ও ব্যাভিচার, ব্রহ্মবিদ্ মানবের হত্যা, ভ্রূণনিধন, পাপকর্মের পুনরাবৃত্তি, নেশা (মদ্যপান) আর পাপকর্ম লুকানো বা অসততা ।

১৬. বৈদিক ধর্ম মানবতার ধর্ম। এখানে কোন ধরনের অস্পৃশ্যতা প্রথার কোন সুযোগ নেই -

**সমানী প্রপা সহ বোऽন্নভাগঃ সমানে য়োক্ত্রে সহ বো য়ুনজিম ।**

**সম্যঞ্চোऽগ্নিম্ সপর্য়তারা নাভিমিবাভিতঃ ।।**
(অথর্ববেদঃ ৩/৩০/৬)
অর্থাৎ - হে মনুষ্যগণ ! তোমাদের ভোজন ও আহার হোক একসাথে, এক স্থানে, তোমাদের সকলকে এক পবিত্র বন্ধনে যুক্ত করেছি, তোমরা সকলে এক হয়ে পরমাত্মার উপাসনা (যজ্ঞাদি, ধ্যান) করো ।

১৭. সকল মানব একতাবদ্ধ হও, সকলে একসাথে পরস্পর মিত্র হও, সকলের মন, চিত্ত এক হোক, সকলে সুখী হোক ।

**সম্ গচ্ছধবম্ সম্ বদধবম্ সম্ বো মনাম্সি জানতাম্ ।**
**দেবা ভাগম্ য়থা পূর্বে সম্জানানা উপাসতে ।।২।।**
অর্থাৎ - প্রেমপূর্বক চল সবাই, যেন আমরা জ্ঞানী হই। পূর্ব্বজ বিদ্বানদের অনুসরণে, কর্তব্য পালনে ব্রতী হই ।
**সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানম্ মনঃ সহ চিত্তমেষাম্ ।**

**সমানম্ মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥৩॥**

অর্থাৎ - হোক মতামত সমান সবার, চিত্ত - মন সব এক হোক। একই মন্ত্রে যুক্ত সকলে, ভোগ্য পেয়ে সবে তৃপ্ত হোক।

**সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।**
**সমানমস্তু বো মনো য়থা বঃ সুসহাসতি ॥৪॥**

(ঋগ্বেদ মণ্ডলঃ ১০, সুক্তঃ ১৯১, মন্ত্র ২, ৩, ৪)

অর্থাৎ - হোক সবার হৃদয় তথা সংকল্প অবিরোধী সদা। মন ভরে উঠুক পূর্ণপ্রেমে, বৃদ্ধি হোক সুখ সম্পদা।

**"পবিত্র বেদ"** হলো স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী, স্বয়ং ঈশ্বর এর রচয়িতা, তাই তো বেদ **"অপৌরুষেয়"**। কোনো মুনি-ঋষি বেদ রচনা করেননি। ঋষিরা বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা মাত্র এবং "চতুর্ভুজ ব্রহ্মা" বেদ স্মরণকারী মাত্র। বেদ হলো চারটি। এই চারটি বেদ ঈশ্বর চার জন ঋষির মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন। ঋষিরা শুধুমাত্র ধ্যানে বেদের জ্ঞানকে তাদের অন্তরে অনুভব করেছিলেন (আজ থেকে ১ অরব ৯৬ কোটি ৮ লক্ষ ৫৩ সহস্র ১ শত ২৪ বর্ষ পূর্বে)।

"বেদ" সনাতন ধর্মের সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রধান ধর্মগ্রন্থ। বেদই সনাতন ধর্ম অর্থাৎ অখিল ধর্মের মূল ভিত্তি।

বেদ শব্দটি "**বিদ্**" ধাতু থেকে উৎপন্ন। "**বিদ্**" ধাতুর চার প্রকার অর্থ হয়।
যথাঃ (১) জ্ঞান, (২) বিচার করা, (৩) অবস্থান করা আর (৪) লাভ করা।

**বেত্তি বেদ বিদ্ জ্ঞানে, বিন্তে বিদ্ বিচারণে।**
**বিদ্যতে বিদ্ সত্তায়াম্, লাভে বিদন্তি বিদ্যতে ॥**

* যাহা পাঠ করিলে মানুষ ঈশ্বরকে জানতে এবং সত্য জ্ঞান লাভ করিতে পারে।
* যাহা পাঠ করিলে মানুষ সত্য ও অসত্যের বিচার করিতে পারে।
* যাহা পাঠ করিলে মানুষ প্রকৃত বিদ্বান হইতে পারে।
* যাহা পাঠ করিলে মানুষ প্রকৃত শান্তি অর্থাৎ মোক্ষ ও আনন্দ লাভ করিতে পারে তাহকেই "বেদ" বলে।

বেদই মানবজাতির জন্য একমাত্র সংবিধান।

পরমব্রহ্মই সৃষ্টির আদিতে মানব হিতার্থে বেদের জ্ঞান প্রকাশ করেন। তারপর "পরমব্রহ্ম" অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গিরা এই চার পুন্যাত্মা ঋষিকে ধ্যানের মাধ্যমে চতুর্বেদের জ্ঞান প্রদান করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁরা অন্যান্য ঋষিদের মাঝে সেই জ্ঞান প্রচার করেন।

**তেভ্যস্তপ্তেভ্যস্ত্রয়ো বেদা অজায়ন্তে ঋগ্বেদো**
**বায়োর্য়জুর্বেদঃ সূর্য়াত্ সামবেদঃ॥**

(শতপথ ব্রাহ্মণ- ১১/৫/৮/৩)

অর্থাৎ - সেই তপস্বী ঋষির মাধ্যম দ্বারা পরমাত্মা অগ্নি হতে ঋগ্বেদ, বায়ু হতে য়জুর্বেদ এবং আদিত্য হতে সামবেদ প্রকট করেছেন।

**"নাস্তি বেদাত্ পরম্ শাস্ত্রম্"**

(অত্রিস্মৃতি- ১৫১)

অর্থাৎ - বেদের চেয়ে বড় কোনো শাস্ত্র নেই।

**য়জ্ঞানাম্ তপসাঞ্চৈব শুভানাম্ চৈব কর্মনাম্।**
**বেদ এব দ্বিজাতিনাম্ নিঃশ্রেয়ঙ্কর পরঃ ॥**

(য়াজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি- ১/৪০)

অর্থাৎ - যজ্ঞের বিষয়ে, তপস্যার বিষয়ে এবং অবশ্যই শুভ কর্মের বিষয়ে দ্বিজাতীর জন্য "বেদ" পরম কল্যাণকর।

**ধর্মজিজ্ঞাসমানানাম্ প্রমাণম্ পরমম্ শ্রুতিঃ ॥**

(মনুস্মৃতি-১/১৩২)

অর্থাৎ - ধর্মের জ্ঞান প্রাপ্ত করার জন্য পরম প্রমাণ "শ্রুতি (বেদ)"।

**য়োSনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।**
**স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥**

(মনুস্মৃতি- ২/১৪৩)

অর্থাৎ - যে "দ্বিজ" (যাদের উপনয়ন হয়েছে) বেদ না পড়ে অন্যান্য শাস্ত্র পড়ে পরিশ্রম করে, সে জীবনাবস্থাতেই শূদ্রে পরিণত হয়।

**প্রশ্ন:** বেদে নাকি এক ঈশ্বরের কথা বলা আছে তাহলে বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, সরস্বতী ,ইন্দ্র, অগ্নি, লক্ষ্মী আদি এত দেব-দেবী কেন ?

**উত্তর:** হ্যাঁ, সনাতন ধর্ম মতে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়।

পবিত্র বেদ বলছে -

**সমেত বিশ্বে বচসা পতিম্ দিব একো বিভূরতিথির্জনানাম্।**
**স পূর্ব্যো নূতনমাবিবাসত্তম্ বর্তনিরনু বাবৃত একমিত্পুরু ॥**

(অথর্ববেদঃ ৭/২১/১)

পদার্থ - হে মানব! (**বিশ্বে**) তোমরা সবাই (**দিবঃ**) সেই প্রকাশের (**পতিম্**) স্বামী পরামাত্মার কাছে (**বচসা**) {সত্য বাচন} বাণী সহিত (**সম-এত**) একত্রিত হয়ে আসো। তিনি (**একঃ**) এক ও অদ্বিতীয়, (**বিভূঃ**) সর্বব্যাপী এবং (**জনানাম্**) সমগ্র জীবের (**অতিথিঃ**) অতিথি। (**সঃ**) তিনি (**পূর্ব্যো**) {জগতের} পূর্ব হতেই বিদ্যমান। তিনিই (**নূতনম্**) নব জগতকে (**আবিবাসত্**) প্রকট ও ব্যাপ্ত করেন এবং (**তম্**) সেই (**একম্**) এক পরমাত্মার কাছেই (**পুরু**) নানা প্রকারের (**বর্তনিঃ**) মার্গ ও লোক (**অনুবাবৃতে**) পৌঁছায়।

**হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেকऽআসীত্।**
**স দাধার পৃথিবীম্ দ্যামুতেমাম্ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥**
(ঋগ্বেদঃ ১০/১২১/১, যজুর্বেদঃ ১৩/৪)

পদার্থ - (**হিরণ্যগর্ভ**) যার গর্ভে সূর্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী স্থান পেয়েছে। (**ভূতস্য**) উৎপন্ন জগতের যিনি (**একঃ**) একক (**জাতঃ**) রচনা ও (**পতি**) পালনকারী (**অগ্রে**) জগৎ রচনার পূর্বেও (**সমবর্ত্তত আসীত্**) যিনি বিদ্যমান ছিলেন (**ইমাম পৃথিবীম্**) এই পৃথিবী (**উত্**) ও (**দ্যাম্**) আকাশকে (**দাধার**) যিনি ধারণকারী (**সঃ**) সেই (**কস্মৈ**) সুখস্বরূপ (**দেবায়**) প্রকাশস্বরূপ পরমেশ্বরকে (**হবিষা**) প্রেম, ভক্তি ও নানা সামগ্রী দ্বারা (**বিধেম**) পূজা করি।

**য় এক ইত্তমু ষ্টুহি কৃষ্টীনাম্ বিচর্ষণিঃ।**
**পতির্জজ্ঞে বৃষক্রতুঃ ॥**
(ঋগ্বেদঃ ৬/৪৫/১৬)

পদার্থ - হে মানব ! (**য়ঃ**) যিনি (**এক ইত্**) এক ও অদ্বিতীয় (**কৃষ্টীনাম্**) মনুষ্যদের (**পতি**) পালক (**বিচর্ষণিঃ**) সর্বদ্রষ্টা (**বৃষক্রতু জজ্ঞে**) ও সর্বশক্তিমান (**তম্ উ**) কেবল সেই পরমেশ্বরেরই (**স্তুহি**) উপাসনা করো।

এভাবে বেদের অসংখ্য মন্ত্রে কেবল এক ঈশ্বরের কথা পাওয়া যায়। উপরন্তু আমাদের উপনিষদ - দর্শনেও একইভাবে একেশ্বরের কথাই বলা আছে এবং সনাতন ধর্ম হল পৃথিবীর সর্বপ্রথম একেশ্বরবাদী ধর্ম।

**এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঈশ্বর যদি একজনই হবেন তাহলে এত দেব-দেবী কেন?**

**উত্তর:** পবিত্র বেদ ও বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অগ্নি, সরস্বতী, লক্ষ্মী ইত্যাদি - এগুলো মোটেও কোনো মানুষের মতো দেখতে আলাদা-আলাদা দেব-দেবী বা দেবতা নয়। এগুলো হচ্ছে সেই এক ও অদ্বিতীয়, নিরাকার ঈশ্বরেরই বিভিন্ন গুণবাচক নাম।

পবিত্র বেদ ও বৈদিক শাস্ত্র এই সম্পর্কে বলছে, পরমসত্য ঈশ্বর এক। জ্ঞানিগণ তাকে ইন্দ্র, অগ্নি, মিত্র, দিব্য, সুপর্ণা, বরুণ, গরুৎমান, মাতারিশ্ব, যম প্রভৃতি নামে অভিহিত করে থাকেন। (ঋগ্বেদঃ ১/১৬৪/৪৬)

* সেই পরমাত্মাই অগ্নি, আদিত্য, প্রজাপতি, ব্রহ্মা, আপ, বায়ু, শুক্র ও চন্দ্রমা। (য়জুর্বেদঃ ৩২/১)
* হে সর্বজ্ঞ পরমাত্মা (অগ্নি) আপনি ইন্দ্র, আপনিই বিষ্ণু এবং আপনিই ব্রহ্মা। (ঋগ্বেদঃ ২/১/৩)
* তিনি আর্যমা, তিনি বরুণ, তিনিই রুদ্র, তিনি মহাদেব। (অথর্ববেদঃ ১৩/৪/৪)
* আপনি ব্রহ্মা, রুদ্র, বরুণ, অগ্নি, মনু, শিব, ধাতা, বিধাতা এবং আপনি সর্ব্বদর্শী প্রভু। স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত প্রাণী আপনা হইতে জন্মিয়াছে, এবং আপনিই এই সমগ্র সচরাচর ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়াছেন। (মহাভারত, অনুশাসন পর্ব, ১৩/৪০৫-৪০৬)
*তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, চন্দ্র, প্রজাপতি, ব্রহ্মা, অতএব তোমাকে আমি সহস্রবার প্রণাম করি এবং পুনরায় নমস্কার করি। (ভগবদগীতা ১১/৩৯)

এক ও অদ্বিতীয় পরমাত্মার নানা গুণকে তুলে ধরতেই তাকে এইরূপ অসংখ্য নামে পবিত্র বেদ ও বৈদিক শাস্ত্রে সম্মোধন করা হয়েছে। যেমন -

**বিষ্ণু** - পরমাত্মা সর্বব্যাপী বলে তার নাম "**বিষ্ণু**"।
**ব্রহ্মা** - পরামাত্মা সমগ্র জগতের সৃষ্টিকর্তা বলে তার নাম "**ব্রহ্মা**"।
**শিব** - পরমাত্মা কল্যাণস্বরূপ বলে তার নাম "**শিব**"।
**সরস্বতী** - পরমাত্মা জ্ঞানস্বরূপ বলে তার নাম "**সরস্বতী**"।
**লক্ষ্মী** - পরামাত্মা সমগ্র জগতকে দর্শন ও দর্শনীয় করেই জগতকে নির্মাণ করেছেন বলে তার নাম "**লক্ষ্মী**"।
**ইন্দ্র** - পরামাত্মা নিখিল ঐশ্বর্যশালী বলে তার নাম "**ইন্দ্র**"।
**অগ্নি** - পরামাত্মা সর্বজ্ঞ, জ্ঞানস্বরূপ, প্রকাশস্বরূপ বলে তার নাম "**অগ্নি**" ।

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর অমর গ্রন্থ **সত্যার্থ প্রকাশের** প্রথম সমুল্লাসে এক ও নিরাকার পরমাত্মার এরকম ১০০টি নামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পরমাত্মার এই অসংখ্য নামের মধ্যে **"ওম্"** হল সর্বশ্রেষ্ঠ। পবিত্র বেদে পরমাত্মা বলছেন -

**অহম্ ওম্ খম্ ব্রহ্ম** (য়জুর্বেদঃ ৪০/১৭)

অর্থাৎ - আমি আকাশের ন্যায় সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ব্রহ্ম "ওম্"।

উপনিষদ বলছে -

* সমস্ত বেদ যার স্বরূপকে বর্ণনা করে, যার উদ্দেশ্যে সমস্ত তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, যাকে লাভের জন্য সাধকগণ ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্রহ্মের স্বরূপ হল "ওম্"। (কঠোপনিষদ ১/২/১৫)
* ব্রহ্মকে লাভ করার যত উপায় রয়েছে তার মধ্যে ওম্ -কারই সর্বশ্রেষ্ঠ। এটিই ব্রহ্মের প্রকৃষ্ট জ্ঞাপক।

এটিই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়। (কঠোপনিষদ ১/২/১৭)

অতএব, পবিত্র বেদ, মহাভারত, উপনিষদাদি বৈদিক শাস্ত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, রুদ্র, মহাদেব, সরস্বতী, লক্ষ্মী, ইন্দ্র, অগ্নি ইত্যাদি এগুলো মোটেও আলাদা-আলাদা মানুষের মতো দেখতে কোনো দেব-দেবী নয়। এগুলো এক ও অদ্বিতীয়, নিরাকার ঈশ্বরেরই বিভিন্ন গুণবাচক নাম।

মূলত পরবর্তী সময়ে রচিত বেদবিরুদ্ধ পুরাণগুলোতেই এক ঈশ্বরের এই বিভিন্ন নামগুলোকে বিভিন্ন মানুষের মতো দেখতে পৃথক দেব-দেবী হিসেবে দেখিয়ে নানা বিভ্রান্তিকর তত্ত্ব ও কল্পকাহিনীর অবতারণা করে হিন্দু সমাজকে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু, সনাতনধর্মে যেকোনো বেদবিরুদ্ধ বিচার সরাসরি নিষিদ্ধ (মনু ১২/৯৫, ৯৬)। তাই আমাদের সকল হিন্দুদের এই বেদবিরুদ্ধ পুরাণগুলোকে ত্যাগ করে পবিত্র বেদ ও বেদানুকূল বৈদিক শাস্ত্রের মান্যতাতেই ফিরে যাওয়া উচিত।

এখানে আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখা দরকার যে, প্রয়োগভেদে এই শব্দগুলোর অন্যান্য অর্থও রয়েছে। যেমন, পরমাত্মা পক্ষে "ইন্দ্র" অর্থ সর্ব ঐশ্বর্যের অধিকারী। উপরন্তু প্রয়োগভেদে বিদ্যুৎ, শাসক ও বিভিন্ন অর্থেও ইন্দ্র শব্দটি ব্যবহৃত হয়। পরামাত্মা পক্ষে "অগ্নি" অর্থ সর্বজ্ঞ, জ্ঞানস্বরূপ। প্রয়োগভেদে অগ্নি শব্দটি আগুন, তাপ, অগ্রণী, নেতা ইত্যাদি অর্থ বোঝাতেও প্রযুক্ত হয়।

পবিত্র বেদে দেবতা সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে -

**ত্রয়স্ত্রিম্শতাস্তুবত ভূতান্যশাম্যন্ প্রজাপতিঃ পরমেষ্ঠ্যধিপতিরাসীত্...**(য়জুর্বেদঃ ১৪/৩১)

অর্থাৎ - জগতের প্রভু, সৃষ্টির পালক, সর্ব্বব্যাপী, পরমাত্মার তেত্রিশ ভৌতিক দেব শক্তির অনুশীলন করো। (শতপথ ব্রাহ্মন ১৪/৫) এ বলা আছে দেবতা ৩৩টি যারা ঈশ্বরের মহিমাকে প্রকাশ করে। এগুলো হল -

* আটটি বসু: তাপ (Heat), গ্রহসমূহ (Planets), সুর্য (Sun) ও অন্যান্য নক্ষত্রসমূহ (Stars), উপগ্রহসমূহ (Satellites), অন্তরিক্ষ (Space), রশ্মি (Rays of ethereal space), বায়ু (Atmospheres)
* এগারটি রুদ্র (দেহের দশ জীবনিশক্তি ও একটি হল জীবাত্মা)
* বারটি আদিত্য (বছরের বার মাস)
* একটি ইন্দ্র {বিদ্যুৎ (Electricity)} ও
* একটি প্রজাপতি {যজ্ঞ (Yagya)}

অতএব, দেবতা মানেই কোনো মানুষের মতো দেখতে কাল্পনিক সত্ত্বা নয়। ৩৩ প্রকার দেবতার মধ্যে জীবাত্মা ব্যাতিত বাকি সবই এক ঈশ্বরেরই বিভিন্ন সৃষ্টিমাত্র।

এবার আসি দ্বিতীয় আলোচনায় :

বেদাদি বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে -

* পরমাত্মা **"অকায়েম"** বা শরীররহিত। (য়জুর্বেদঃ ৪০/৮, ঈশোপনিষদ ৮)
* তার কোনো রূপ নেই। (কথোপনিষদ ১/৩/১৫)
* সেই পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক তথাপি তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় বিবর্জিত। (ভগবদগীতা ১৩/১৫)
* পরমেশ্বর শরীররহিত, ইন্দ্রিয়রহিত। তার সমান বা তার থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই, তার নানা প্রকার শ্রেষ্ঠ শক্তি, স্বরূপভূত জ্ঞানরূপ শক্তি ও ক্রিয়াশক্তির বিষয় শ্রুতিতেও কীর্তিত হইয়াছে। (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ৬/৮)
* যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ এবং অচক্ষু, অশ্রোত্র, হস্তপাদশূন্য, নিত্য, বিভু, সর্বব্যাপী এবং অতিসূক্ষ্ম, সেই অব্যয় এবং সর্বভূতের কারণকে ধীরগণ সর্বত্র দেখতে পান। (মুণ্ডকোপনিষদ ১/১/৬)
* পরমেশ্বরের হাত নেই পরন্তু নিজ শক্তিরূপ হাত দ্বারা সবকিছু রচনা ও ধারণ করেন। পা নেই তবুও সর্বব্যাপী হওয়ায় সবার চেয়ে অধিক বেগবান, গতিশীল। কোনো চক্ষু গোলক নেই পরন্তু সবাইকে যথাযথ দেখেন, কান নেই কিন্তু শুনতে পান। তিনি সমস্ত জগৎকে যথাযথভাবে জানেন কিন্তু তাকে কেউ জানে না। তাহাকে সবথেকে শ্রেষ্ঠ, সব থেকে মহান বলা হয়। (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ৩/১৯)

আরও বিশেষভাবে জানতে ''**সত্যার্থ প্রকাশ**'' বইটি পড়ে নিবেন।

*''বেদের পথের পথিকই সনাতন ধর্মের রক্ষক ও প্রচারক।*

*এক মত, এক মন, এক চিন্তা, এক সভা সমিতি, সমান হৃদয় ইহাই ধর্ম। ইহার বিপরীত অধর্ম ও অশান্তির কারণ। যত দিন পৃথিবীতে এক বৈদিক ধর্মের রাজত্ব ছিল তত দিন পর্যন্ত জগৎ ব্রহ্মময় ছিল। যখন নানা মত পথ এসে নিজেদের ধর্ম বলে প্রচার করিতে লাগিল তখন থেকেই সাম্প্রদায়িকতা ও মারামারি হানাহানি শুরু হয়ে গেছে।*

*একটি দেশের সেনা প্রধান যেমন একটি হয় তদ্রুপ ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ ১ টি হয়। দুটি সেনা প্রধান হলে যেমন দেশে যুদ্ধ বাধে তদ্রুপ দুটি ধর্ম মত হওয়া মাত্রই মারামারি হানাহানি শুরু হয়ে যায়।*

*দুঃখের বিষয় হিন্দুরা বহুমতে বিশ্বাসী তাইতো অধর্ম হিন্দুদের মাঝেই বেশী। একটি হিন্দু পরিবারে একাধিক ধর্মমত যাহার কারণে হিন্দুদের পারিবারিক সমস্যা পৃথিবীতে সব থেকে বেশী।*

*আজ থেকে চার হাজার বৎসর পূর্বে হিন্দুদের বহু মত পথ ছিল না। তখন হিন্দুদের আর্য নামে জানা হত। ধর্ম ছিল সনাতন। বেদ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ছিল। যখন থেকে মত পথের সৃষ্টি হল তখন থেকে*

*রাষ্ট্রীয় শত্রু সৃষ্টি হল। জনগোষ্ঠীর বিভাজন হয়ে জৈন, বৌদ্ধ সৃষ্টি হল। ইহা ভারত বর্ষ ও হিন্দুদের দূর্বল করে দিল।*

*ভারতবর্ষের ভৌগলিক পরিবর্তনের জন্য এই বহু মত পথই দায়ী। আফগান, ইরান ইত্যাদি দেশে যখন বৌদ্ধ মত পৌছে গেল তখন মূল আর্য নীতি বিনষ্ট হয়ে মিছা অহিংসক নীতির দ্বারা দেশ চলতে লাগিল। সেই সুযোগে খ্রিষ্টান ও মুসলিমরা ভারতবর্ষ আক্রমন করে দখল করে নিল।*

*এখন ও ভারতের হিন্দুরা ৩৬ হাজার ছোট খাটো মতবাদে বিভক্ত হয়ে আছে। কারো ধর্মের বিশ্বাসের সাথে কারো মিল নাই। কোন সংঘবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থাও নাই। সংঘবদ্ধ কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা নাই। তাই হিন্দুদের কপালে নেমেছে বিদেশী ধর্ম মতের দূর্যোগের ছটা।*

*যেদিন হিন্দুরা তাহাদের মূল ধারা বৈদিক সাম্যবাদের দিকে অগ্রসর হইবে তখনই হিন্দুদের অর্থনৌতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্যাতিক সমস্যা হইতে মুক্ত হইবে।*

*হিন্দু যদি বুঝত বিভাজনই অধর্ম তবে কখনও মূল ধর্মগ্রন্থ বেদকে বাদ দিয়ে অন্য কোন মত মতান্তরে ফেসে না গিয়ে বৈদিক সাম্যবাদের দিকে অগ্রসর হইত। বেদের সংগঠন সূক্তকে কখনও অমান্য করে বহু মতের ধর্মকর্মে ফেসে যেত না। তাই তো সবাই বেদের পথে চলুন। বেদের সংগঠন সূক্তকে মানুন। নিজেদের মূল ধারায় বেদে ফেরত আসুন। যাহারা বেদ মানে না তাহারাই সনাতন ধর্মের শত্রু।''*

*- আচার্য্য অগ্নিব্রত নৈষ্ঠিক*
*(বিশ্ব বৈদিক বিজ্ঞানী)*

**জয় সত্য সনাতন বৈদিক ধর্মের জয়**

গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইটসমূহ:
www.vaidicphysics.org
www.youtube.com/c/VaidicPhysics
www.thanksbharat.com
www.youtube.com/c/ThanksBharat
www.facebook.com/SatyaSanatanVaidicDharma
w.w.w.back2thevedas.blogspot.com

প্রস্তুতকরণ: আশীষ আর্য